একটা সবুজ রংএর জল-সাপ নলবনের ভিতর হইতে বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া চ্যালেঞ্জারের মাঝিটিকে জড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কুলদারঞ্জন রায় অনূদিত

আর্থার্ কনান্ ডয়েল্ রচিত

অজ্ঞাত জগৎ

১৯১২ সালের এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রকাশিত
'দ্য স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন' থেকে
হ্যারি রাউন্ট্রি-এর মূল অলংকরণসহ

কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

আর্থার্ কনান্ ডয়েল্

অজ্ঞাত জগৎ

স চি ত্র সং স্ক র ণ

প্রথম সংস্করণের মূল প্রচ্ছদ, প্রকাশক: হোডার ও স্টাউটন, ইউ.কে. ১৯১২।

নিবেদন

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক এবং 'শারলক্ হোম্‌স্' গল্প-রচয়িতা সার্ আর্থার্ কনান্ ডয়েল্ মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তকের বাংলা-অনুবাদ করিবার অনুমতি দিয়া যান। দুঃখের বিষয় অনুমতি-পত্র আমার হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরলোক গমন করেন। আমার এই প্রথম পুস্তক অজ্ঞাত জগৎ—সার্ আর্থারের প্রসিদ্ধ পুস্তক 'The Lost World'-এর অনুবাদ।

'The Lost World' পুস্তক লেখা সম্বন্ধে একটি সুন্দর ইতিহাস আছে, এ স্থানে তাহার উল্লেখ, আশা করি অসঙ্গত হইবে না। সার্ আর্থারের কোন বিশেষ বন্ধু একদিন কথায় কথায় তাঁহাকে বলেন—"কল্পনার পুঁজি ত তোমার ফুরিয়েছে, এখন তোমার লেখাও তাহলে শেষ হলো।" সার্ আর্থার্ বলিলেন—"লেখা শেষ হবে কেন? এখন কল্পনা এবং বাস্তব মিলিয়ে কিছু লিখ্‌ব।" বন্ধু বলিলেন—"সেটা কি আর তেমন কিছু হবে?" সার্ আর্থার্ বলিলেন—"বটে! আমি বাজি রাখ্‌ছি, কল্পনা এবং বাস্তবের সংমিশ্রণে এমন বই লিখ্‌ব, যে, একেবারে হুলস্থূল পড়ে যাবে।"—সেই চেষ্টার ফলই 'The Lost World'। ১৯১২ সনে যখন সার্ আর্থার্ 'The Strand Magazine'-এ এই গল্পটি লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন বাস্তবিকই হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত আমার জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অজ্ঞাত জগতের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন এবং লেখার ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন—তাহাতে অজ্ঞাত জগতের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী এবং কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু; শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা—ইঁহারাও নানা প্রকারে এই পুস্তক প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ কৃতজ্ঞ-অন্তরে স্বীকার করিতেছি। এতদ্ভিন্ন আমার পরম স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রমোহন বসুও পুস্তক লিখিবার সময় আমাকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন—ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত রাখুন।

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

সূচনা

এড্‌ওয়ার্ড ম্যালোন্ "ডেলি গেজেট" পত্রিকার একজন সংবাদদাতা। ম্যালোন্ তেইশ বৎসরের যুবক, সুশিক্ষিত, সুস্থ সবল এবং কার্য্যে তাঁহার অদম্য উৎসাহ—ইতি মধ্যেই তিনি নিপুণ রিপোর্টার (সংবাদদাতা) বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

এড্‌ওয়ার্ড ম্যালোন্

ম্যালোন্ একটি মেয়েকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই গুণবতী—তাঁহার নাম ছিল গ্ল্যাডিস্ হাঙ্গারটন্। তাঁহার পিতা মিষ্টার হাঙ্গারটন্ ষ্ট্রেথামে একটি বাড়ীতে বাস করিতেন। ম্যালোন্ একদিন গ্ল্যাডিসের নিকট বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন অসম সাহসের কোন কাজ করিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছে, এমন লোককেই আমি বিবাহ করিতে পারি।

এই ঘটনার পর ম্যালোন্ ভাবিলেন—রিপোর্টারের উপার্জ্জন সামান্য। এই সামান্য উপার্জ্জন লইয়া গ্ল্যাডিস্‌কে বিবাহ করিবার আশা করা দুরাশা মাত্র। সুতরাং, যেরূপেই হউক আমাকে নাম কিনিতে হইবে, এবং তাহার সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চলিবে না, সুযোগ চেষ্টা করিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। ক্লাইভও সামান্য একজন কেরাণি ছিলেন, কিন্তু তিনিই শেষে ভারতবর্ষ জয় করেন। ভগবানের ইচ্ছায়, একটা কিছু করিয়া আমিও যশ উপার্জন করিব—গ্ল্যাডিসের আদর্শ মত মানুষ আমাকে হইতেই হইবে।

পাঠক মনে করিতে পারেন, যে, ম্যালোন্ ও গ্ল্যাডিসের ব্যাপারের সঙ্গে পুস্তক বর্ণিত ব্যাপারে কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু, ইহাও সত্য, যে, এই ব্যাপার না হইলে গল্পটির সৃষ্টিই হইত না। যে কারণে ম্যালোন্ জীবনের মায়া ছাড়িয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেই কারণটি সূচনায় বলা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পরে ম্যালোন্ কি করিলেন, তাহা এখন আমরা ম্যালোনের মুখেই শুনিব—এবং তাহাতেই পুস্তকের এই গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

গ্লাডিস্ বলিল—অসম সাহসের কোন কাজ করিয়া যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছে, এমন লোককেই আমি বিবাহ করিতে পারি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডেলি গেজেটের সংবাদ বিভাগের এডিটার ছিলেন বৃদ্ধ ম্যাক্ আর্ডল্ সাহেব। তাঁহাকে আমার বেশ ভাল লাগিত, এবং মনে হইত, তিনিও আমাকে পছন্দ করেন। অবশ্য আমাদের বড় সাহেব ছিলেন সার্ বোমণ্ট্, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না—তিনি আফিসে আসিয়াই কাহারও দিকে না চাহিয়া, সটান তাঁহার ঘরে চলিয়া যাইতেন। ম্যাক্ আর্ডল্ই ছিলেন তাহার দক্ষিণ হস্ত—আমরা ম্যাক্ আর্ডল্কেই বিশেষভাবে জানিতাম।

একদিন আমি আফিসে আসিয়াই, ম্যাক্ আর্ডল্-এর ঘরে ঢুকিলাম, তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর চশমা জোড়া কপালের উপর তুলিয়া বলিলেন—"মিষ্টার ম্যালোন্, আপনি বেশ কাজকর্ম্ম কর্ছেন শুন্ছি। কয়লার খনির এক্স্প্লোসন্টার যে সংবাদ লিখেছিলেন, সেটা চমৎকার হয়েছিল। সাউথ্ আর্কের অগ্নিকাণ্ডের খবরটাও হয়েছিল খাসা। ঘটনা বর্ণনায় আপনার বেশ হাত আছে দেখ্ছি। আজ আমার সঙ্গে কি দরকার আছে, বলুন ত?"

"একটু অনুগ্রহ চাইতে এসেছি।"

অনুগ্রহের কথা শুনিয়াই যেন তিনি একটু ভয় পাইয়া আমার উপর হইতে দৃষ্টি ফিরাইলেন।

"বলুন, বলেই ফেলুন না কি রকম অনুগ্রহ।"

"আমাকে পত্রিকার জন্য কোন বিশেষ কাজে পাঠাতে পারেন কি? আমি খুব ভাল ক'রে সংবাদ লিখে পাঠাব।"

"কি রকম কাজ বলুন ত?"

"খুব সাহসের কাজ এবং বিপদপূর্ণ কাজ। কাজটাতে যত বেশি বিপদের সম্ভাবনা থাকে, আমার পক্ষে ততই ভাল।"

"তাইত! প্রাণটা হারাবার জন্য আপনি খুবই ব্যস্ত হয়েছেন দেখ্ছি।"

"হারাবার জন্য নয় সার্—প্রাণটাকে সার্থক কর্বার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।"

"তাইত, মিষ্টার ম্যালোন্, এ যে দেখ্ছি আপনার অতি উঁচুদরের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু, আমার মনে হয়, এ সবের দিন চলে গিয়েছে। আজকাল এ রকম 'বিশেষ' কাজের খরচ পোষায় না। আর, তেমন উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞ লোক ছাড়া, এরূপ কাজের ভার দেওয়াও মুস্কিল। তা ছাড়া, উপস্থিত এমন কোন কাজও হাতে নাই।" এই বলিয়া ম্যাক্ আর্ডল্ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, আবার বলিলেন—"আচ্ছা, একটু

সবুর করুন, আমার একটা খেয়াল হয়েছে—একজন ভারি ফাঁকিবাজ লোক আছে, তার চালাকি ফাঁসিয়ে দিয়ে তাকে হাস্যাস্পদ কর্‌তে পার্‌লে অতি উত্তম হবে। আমার বিশ্বাস, আপনি চেষ্টা কর্‌লে তাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন। তাহলে ভারি চমৎকার হয়। কেমন—এ কাজটা আপনার পছন্দ হয় কি?"

ইহার পর, আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—"লোকটিকে ঠিক বাগিয়ে নিয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌তে পার্‌বেন কি না, তা বুঝ্‌তে পারছি না। তবে, লোকের সঙ্গে চট্ ক'রে ভাব ক'রে নেবার আপনার একটু বিশেষ রকম ক্ষমতা আছে, সেটা আমিও বুঝ্‌তে পারি। একবার গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখুন। লোকটি হচ্ছে প্রফেসার্ চ্যালেঞ্জার, এন্‌মোর পার্ক-এ থাকেন।"

নাম শুনিয়াই আমি চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিলাম—"প্রফেসার্ চ্যালেঞ্জার! সেই প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত? ইনিই না টেলিগ্রাফ পত্রিকার রিপোর্টার ব্লান্‌ডেলের মাথা ফাটিয়ে ছিলেন?"

ম্যাক্ আর্ডল্ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—"তা হলোই বা। আপনি ত এ রকম বিপদজনক কাজই পছন্দ করেন বলেছেন। কিন্তু সব সময়ই যে লোকটি ও রকম রেগে থাকে, সেটা আমার মনে হয় না। ব্লান্‌ডেল্ বোধ করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ, খারাপ সময়েই গিয়েছিল এবং একটা বেখাপ্পা কিছু করেছিল। আপনার হয়ত বরাৎ ভাল হতে পারে এবং বেশ কায়দা ক'রে তাঁকে বাগিয়ে নিতে পার্‌বেন। এ কাজে সংবাদ ঢেরই সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌বেন, তারপর আমাদের পত্রিকা ত আছেই।"

আমি বলিলাম—"লোকটির সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। ব্লান্‌ডেল্‌কে মারার দরুন যখন পুলিস্‌কোর্টে মোকদ্দমা হয়েছিল, তখন তাঁর নাম শুনেছিলাম মাত্র।"

ম্যাক্ আর্ডল্ বলিলেন—"কিছুকাল থেকেই এই প্রফেসারের উপর আমার নজর ছিল। তাঁর জন্ম কোথায়, কোথায় শিক্ষা পেয়েছেন, কি কি কাজ করেছেন, কোথায় থাকেন, কি কি বই লিখেছেন ইত্যাদি, সব আমি এক টুক্‌রা কাগজে লিখে রেখেছিলাম। আপনি সেটা নিয়ে যান, আপনার কাজে লাগ্‌বে।" এই বলিয়া তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"এই নিন্ কাগজটুকু। আজ তাহলে এই পর্য্যন্ত নমস্কার।"

আমি কাগজটি পকেটে রাখিয়া বলিলাম—"আমি কিন্তু এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কেন আমাকে দেখা কর্‌তে বল্‌ছেন—ইনি কি করেছেন?"

ম্যাক্ আর্ডল্ বলিলেন—"দুই বছর আগে ইনি একা সাউথ্ আমেরিকা

গিয়েছিলেন, গত বৎসর ফিরে এসেছেন। সাউথ্ আমেরিকা গিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু, ঠিক কোন্‌খানটায় গিয়েছিলেন সেটা কিছুতেই বলেন না। তারপর সেখানে যা যা ঘটনা হয়েছিল, সে সব বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন, কিন্তু তেমন পরিষ্কার ক'রে কিছু বলেন না। যা-ও বলেন, তাতে আবার কেউ কেউ গলদ বার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—তখন তিনি একেবারে চুপ ক'রে গেলেন। আশ্চর্য্য কোন ঘটনা নিশ্চয়ই হয়েছিল—তা না হলে লোকটি দারুণ মিথ্যাবাদী, আর সেটাই বোধ করি ঠিক। কতকগুলো নষ্ট ফটোগ্রাফ্‌ও সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, কিন্তু সেগুলো নাকি সবই ফাঁকি—একেবারে মনগড়া। তারপর থেকে প্রফেসার্ এম্‌নি বদমেজাজি হয়েছেন, যে, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে গেলেই তাকে ধ'রে মারেন, আর, কোন খবরের কাগজের রিপোর্টার কেউ গেলে, তাকে সিঁড়ির উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। আমার মনে হয়, লোকটির বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক আছে খুবই, কিন্তু জ্ঞানের অহঙ্কারে উন্মাদ—একেবারে খুনী! এই লোকের কাছেই আপনাকে যেতে বল্‌ছি, মিষ্টার ম্যালোন্। এখন তাহলে যান, দেখুন গিয়ে কিছু কর্‌তে পারেন কিনা। ভয় কি? আপনার জোয়ান বয়স, শরীরে বল আছে—নিজেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন।"

ডেলি গেজেটের আফিস হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইয়া সেভেজ্ ক্লাবে যাইলাম কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলাম না, আডেল্‌ফি টেরেসের রেলিং-এর উপর ভর দিয়া, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। মুক্ত বায়ুতে থাকিয়াই আমি পরিষ্কার চিন্তা করিতে পারি। প্রফেসার্ চ্যালেঞ্জারের ক্ষুদ্র জীবনীর লিষ্টটুকু বাহির করিয়া, ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের নীচে দাঁড়াইয়া আবার পড়িলাম। তখন হঠাৎ আমার একটা খেয়াল হইল—যেন ভগবান্ মনে একটা প্রেরণা দিলেন। যতদূর শুনিয়াছি, সংবাদপত্রের রিপোর্টার রূপে এই ঝগ্‌ড়াটে প্রফেসারের চতুঃসীমায়ও যাইতে পারিব না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবনীর লিষ্টের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক মতভেদ লইয়া তাঁহার ঝগ্‌ড়া বাদানুবাদের উল্লেখ আছে—সুতরাং, তিনি যে একজন উৎকট বৈজ্ঞানিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে, এই বাদানুবাদের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় কি-না, যাহা উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়? সেটাই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমি ক্লাবে প্রবেশ করিলাম। তখন এগারটা বাজিয়াছে, ক্লাবের ঘর প্রায় পূর্ণ। দেখিলাম, আমার বন্ধু "নেচার" পত্রিকার টার্প হেন্‌রী আগুনের কাছে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট গিয়া আমিও একটা চেয়ারে বসিলাম, এবং তখনই আমার ব্যাপারের আলোচনা আরম্ভ করিলাম।

"প্রফেসার্ চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে তুমি কি জান, হেন্‌রী?"

"চ্যালেঞ্জার?" অবজ্ঞার সহিত তিনি কপাল কোঁচ্‌কাইলেন, তারপর বলিলেন—"এই চ্যালেঞ্জারই সাউথ্, আমেরিকা থেকে ফিরে এসে যা তা গাঁজাখুরী গল্প রটনা করেছিলেন।"

"কি গল্প?"

"কি যেন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া জানোয়ার আবিষ্কার ক'রে এসেছেন—একেবারে গুলিখুরি গল্প। আমার বোধহয়, সে সব কথা তিনি পরে প্রত্যাহারও করেছিলেন। রয়টারের লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল, তারপর এম্‌নি একটা হৈ চৈ পড়ে গেল, যে, তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন ওরকম গাঁজাখুরী গল্প চল্‌বে না। জন দুই লোক তাঁর কথা বিশ্বাস কর্‌বারও উপক্রম করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের মুখ একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।"

"কি ক'রে মুখ বন্ধ করেছেন?"

"আর কি ক'রে—তাঁর বেয়াদবি এবং অভদ্র ব্যবহারে। জুওলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের বৃদ্ধ ওয়াড্‌লি সাহেব, ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্টের নামে প্রফেসার্ চ্যালেঞ্জারের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল—'ইন্‌ষ্টিটিউটের আগামী মিটিং-এ প্রফেসার্ চ্যালেঞ্জার যদি অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট বিশেষ বাধিত হইবেন।' এর উত্তরে নাকি চ্যালেঞ্জার লিখে পাঠিয়েছিলেন—ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেন্টকে নমস্কার পূর্ব্বক জানাইতেছি, যে, তিনি যদি গোল্লায় যান তাহা হইলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইব।"

"কি সর্ব্বনাশ! বল কি!!"

"হাঁ, ঠিকই বলেছি, বুড়ো ওয়াড্‌লি ঠিক এই কথাই তখন বলেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, ওয়াড্‌লি মিটিং-এ দুঃখ ক'রে সবে আরম্ভ করেছিলেন—'বিজ্ঞানালোচনা সভার পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যে'—আর কিছু তিনি বল্‌তেই পার্‌লেন না, একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন।"

"চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌তে পার, হেন্‌রী?"

"তুমি ত জান, আমি জীবাণুপরীক্ষক—আমার অনুবীক্ষণ নিয়ে সব সময় প'ড়ে থাকি, আর, লোকের নিন্দাবাদের বড় ধার ধারি না। তবে, বৈজ্ঞানিক আলোচনা সভায় আমি চ্যালেঞ্জারের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি, কারণ, একেবারে উড়িয়ে দেবার মত লোক তিনি নন। লোকটি খুবই চতুর, তেজীয়ান আর জীবনীশক্তিতে একেবারে ভরপুর, কিন্তু বেজায় ঝগ্‌ড়াটে আর বড় বাতিকগ্রস্ত গোছের লোক—ন্যায় অন্যায় বোধ পর্য্যন্ত অনেক সময় থাকে না। সাউথ্-আমেরিকার ব্যাপারে নাকি কতকগুলো মেকী ফটোগ্রাফ্ পর্য্যন্ত তুলে এনেছিলেন।"

"তুমি বলছ, তিনি বাতিকগ্রস্ত লোক—কিসের বাতিক তাঁর?"

"বাতিক ত তাঁর হাজার রকমের আছে, কিন্তু আজকাল নাকি ভাইস্‌ম্যান্ আব ইভোলিউসন্ (ক্রমবিকাশ) প্রসঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে বড্ড ঝুঁকে পড়েছেন। সেদিন ভিয়েনাতে তা নিয়ে, অন্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁর ভীষণ ঝগ্‌ড়া তর্কাতর্কি হয়েছিল।"

"ঠিক বিষয়টা কি আমাকে বল্‌তে পার?"

"আমাদের আফিসে সেই সভার কার্য্যবিবরণের একটা অনুবাদ ফাইল করা আছে যদি দেখ্‌তে চাও ত চল আমার সঙ্গে।"

বন্ধু হেন্‌রীর সঙ্গে আধ ঘণ্টা পরে তাঁহাদের আফিসে গিয়া সেই ফাইল দেখিতে লাগিলাম। বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কমই, সুতরাং যুক্তিতর্কগুলি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা স্পষ্টই দেখা গেল, যে, এই ইংরেজ প্রফেসার্‌টি প্রতিপক্ষকে অতিশয় কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়া নিজের প্রসঙ্গটি আলোচনা করিয়াছেন, এবং তাহাতেই বিদেশী প্রফেসার্‌গণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। সেই কার্য্যবিবরণের মধ্যে একটা বিষয় খুঁজিয়া পাইলাম, এবং সেটা আমি কতকটা বুঝিতেও পারিলাম। বন্ধুকে বলিলাম—"এই কথাটা আমি লিখে নেব—এটা উপলক্ষ্য করেই এই সাংঘাতিক লোকটির কাছে যাওয়া যাবে।"

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর কোন রকমে তোমাকে সাহায্য কর্‌তে পারি কি?"

"হাঁ, পার বৈ কি। আমি প্রফেসার্‌কে একটা চিঠি লিখ্‌তে চাই। তোমার এখানেই ব'সে লিখ্‌ব, আর ঠিকানাটাও দেব তোমারই।"

"তা হ'লে ত দেখ্‌ছি, তিনি এখানে এসে হুলস্থুল কাণ্ড বাধাবেন—আস্‌বাবপত্র সব ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেবেন!"

"না, না, তা কেন হবে। চিঠিটা তোমাকে দেখাব, ওতে ঝগ্‌ড়ার নাম গন্ধও থাক্‌বে না।"

"তাহলে, ঐ আমার চেয়ার টেবিল রয়েছে, কাগজপত্রও আছে—চিঠি লেখ ব'সে। কিন্তু আমি একবার চিঠিটা বিচার ক'রে দেখে দেব।"

চিঠিখানা লিখিতে একটু সময় লাগিল। শেষ করিয়া, বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইলাম :

"প্রিয় প্রফেসার্ চ্যালেঞ্জার,

আমি প্রকৃতি বিজ্ঞানের একজন নগণ্য সেবক। ডারউইন্ এবং ভাইস্‌ম্যান্ প্রসঙ্গে, আপনার কল্পনাপ্রসূত মতগুলি আমি সর্ব্বদাই অতি আগ্রহের সহিত পাঠ

করিয়া থাকি। সম্প্রতি আমি আপনার ভিয়েনার নিপুণ এবং সারগর্ভ বক্তৃতাটিও পাঠ করিয়াছি। এরূপ প্রাঞ্জল এবং অত্যুত্তম উক্তির পর, এ সম্বন্ধে আর বলিবার কিছুই নাই। তবে, একস্থানে আপনি বলিয়াছেন—'যাঁহারা মনে করেন, যে, ভিন্ন ভিন্ন কণিকাগুলির প্রত্যেকটি এক একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ এবং তাহার গঠন-কৌশল, জন্মে জন্মে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—তাঁহাদের মত অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত অসহনীয় গর্ব্বোক্তিমাত্র আমি দৃঢ়তার সহিত এই মতের প্রতিবাদ করিতেছি।'—কিন্তু এ সম্বন্ধে পরে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া, আপনার এই উক্তির কিছু পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা বোধ করেন না কি? আপনার অনুমতি পাইলে, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার যাহা কিছু বক্তব্য আছে আপনাকে বলিতে চাই। আপনি সম্মত হইলে, আগামী পরশ্ব দিবস (বুধবার) প্রাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রদ্ধাবনত

এড্‌ওয়ার্ড ডি ম্যালোন্‌"

"চিঠিটা কেমন হয়েছে, হেন্‌রী?"

"হুঁ, তোমার বিবেকবুদ্ধি যদি এটা বরদাস্ত কর্‌তে পারে—"

"চিরকালই ত বরদাস্ত ক'রে এসেছে।"

"কিন্তু, তুমি কর্‌তে চাও কি বল দেখি?"

"প্রফেসারের কাছে যেতে চাই। একবার তাঁর কাছে যেতে পার্‌লে, প্রসঙ্গ উত্থাপনের হয়ত একটা সুযোগ পেতে পারি। অগত্যা, না হয়, খোলাখুলিভাবে সব স্বীকার ক'রে ফেল্‌ব। তিনি যদি স্পোর্টসম্যান্‌ হন, তাহলে হয়ত খুসীও হতে পারেন।"

"তা হবেন বৈ কি! তোমাকেই খুসী ক'রে দেবেন এখন। তখন হয়ত ভাব্‌বে, যে, একটা ষ্টিল চেনের জামা প'রে এলে ভাল হতো। যাক্‌, তাহলে এখন যেতে পার। তাঁর কাছ থেকে বুধবার সকালে কোন উত্তর এলে আমি রেখে দেব—অবশ্যি যদি কোন উত্তর দেন। লোকটা সাংঘাতিক বদ্‌রাগী এবং অত্যন্ত ঝগ্‌ড়াটে প্রকৃতির—তাঁর সংস্রবে যে আসে, সে-ই তাঁকে ঘৃণা করে। এ রকম লোকের কাছে তোমার না গেলেই ভাল ছিল।"

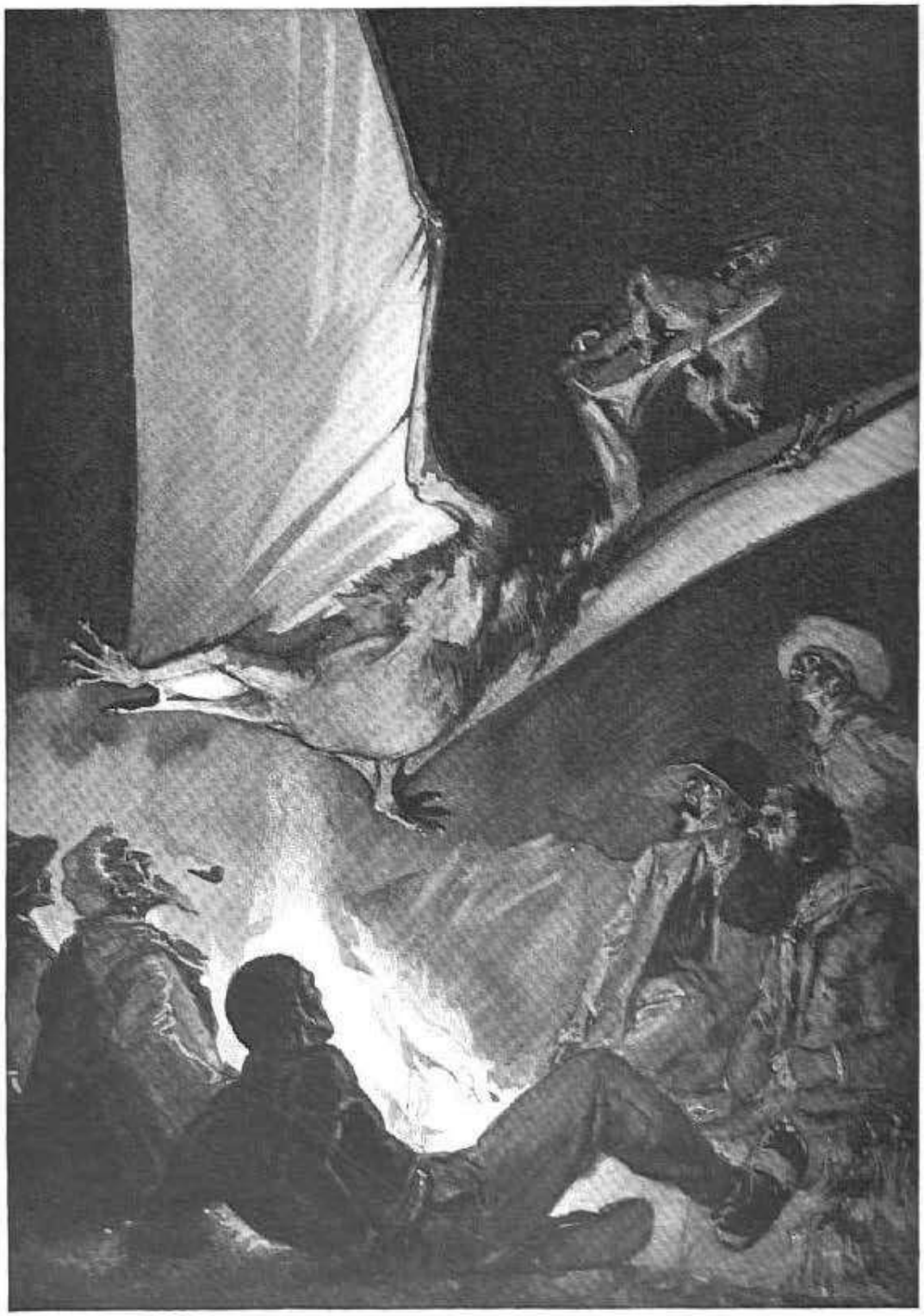

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা একটা টেরোড্যাক্টিল্।"

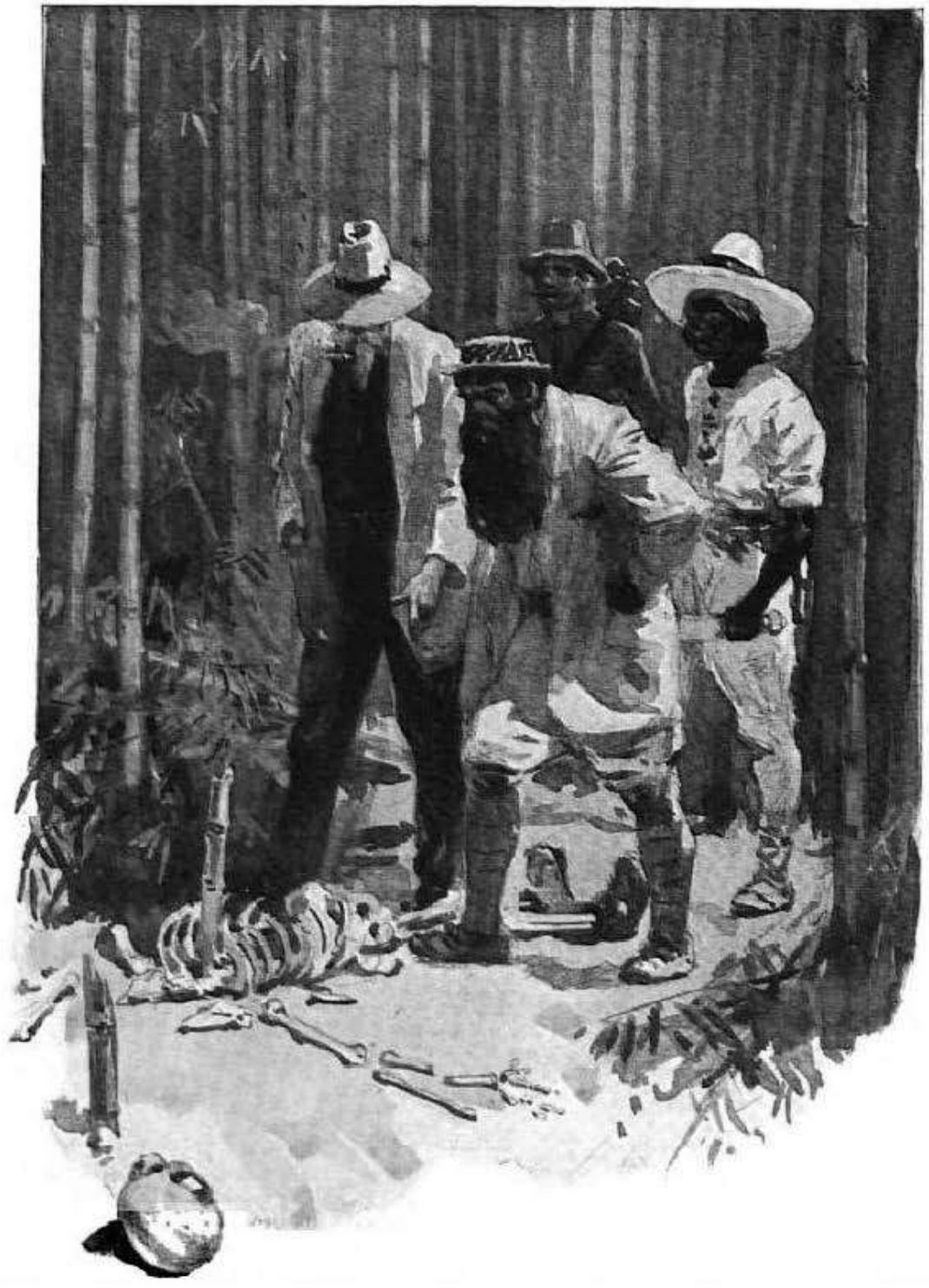

লর্ড জন্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"লোকটি কে ছিল? বেচারির প্রত্যেকটি হাড় যেন ভাঙ্গা ব'লে মনে হয়।"

গাছের কাণ্ড দিয়া ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ করিতে করিতে চ্যালেঞ্জার অন্য পারে গিয়া উপস্থিত হলেন।

বাচ্চাগুলি মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার চারিদিকে বেখাপ্পা রকমে নাচিয়া কুঁদিয়া খেলা করিতেছিল।

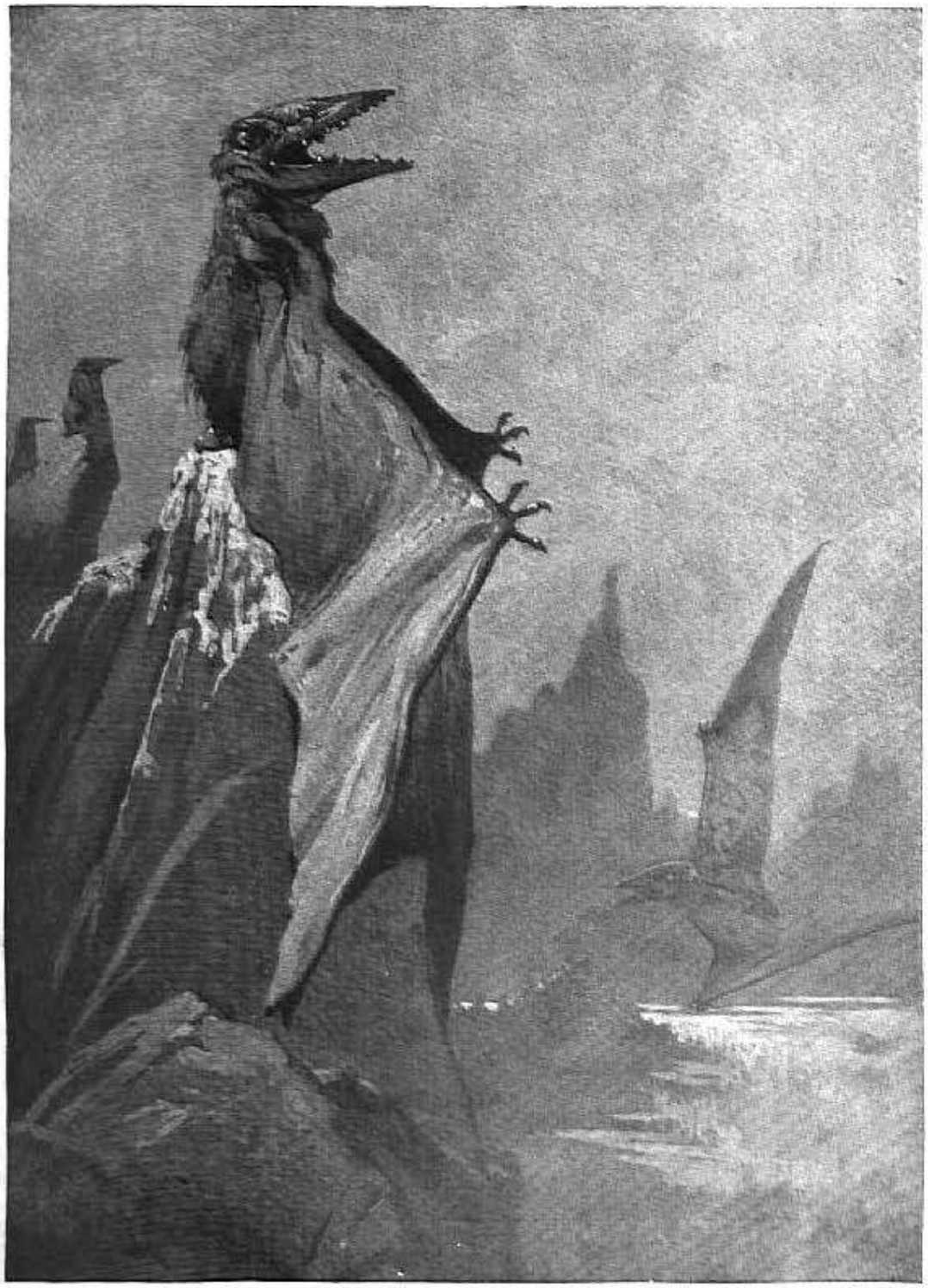

জায়গাটা টেরোড্যাক্টিল্-এর একটা আড়ৎ।

একটা হাত আমার গলার পিছনটা ধরিল, অন্য হাত ধরিল আমার মুখ।